একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের উত্তমচর্চাসমূহ ঃ

১। অনলাইন আর্থিক ব্যবস্থাপনাঃ

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের সারাদেশে ব্যাপী বিস্তৃত গ্রাম সমিতির লক্ষ লক্ষ সদস্যদের দৈনন্দিন সঞ্চয় জমা, প্রকল্প হতে সমিতির ব্যক্তি সঞ্চয়ের বিপরীতে সমপরিমাণ অর্থ বোনাস হিসেবে প্রদান, সমিতিকে বার্ষিক অনুদান প্রদান, ঋণের আবেদন নিষ্পত্তি ও ঋণ মঞ্জুর, ঋণের অর্থ বিতরণ,ঋণের কিস্তি আদায় সংক্রান্ত সমুদয় আর্থিক ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের নিজস্ব অনলাইন ব্যাংকিং ও ডাটাবসে সফটওয়ারের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। ৮০১০.২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পেই দেশের মধ্যে সর্বপ্রথম সকল আর্থিক লেনদেন অনলাইনে সকলের নিকট দৃশ্যমান করা হয়েছে। যে কোন ব্যক্তি এ প্রকল্পের সকল আর্থিক লেনদেন অনলাইনে দেখতে পারেন। এর দ্বারা সরকারী ব্যয়ে সচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

২। অনলাইন অফিস ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণ কমানো ঃ

প্রকল্পের আওতায় দৈনিক লক্ষ লক্ষ আর্থিক লেনদেন অনলাইন সফটওয়ারের মাধ্যমে সম্পন্ন হওয়ায় বিপুল পরিমাণ কাগজ ব্যবহার পরিহার করা সম্ভব হচ্ছে। এ যাবত ১১.১৪ কোটি বার আর্থিক লেনদেন প্রকল্পের সফটওয়ার ব্যবহারের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে।এতে বিপুল পরিমাণ কাগজ সাশ্রয়োর মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণ কমানোয় প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখা গেছে।এ ছাড়া প্রকল্পের ৪৯০টি উপজেলা কার্যালয় ও ৬৪টি জেলা কার্যালয়ের সাথে সকল যোগাগের ক্ষেত্রে এস এম এস ও ই-মেইল এর ব্যবহার করা হচ্ছে। পাশাপাশি সকল চিঠিপত্র প্রকল্পের ওয়েবসাইট ব্যবহার করে বিতরণ করা হচ্ছে। ফলে প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ কাগজ সাশ্রয় হচ্ছে। পরিবেশ রক্ষায় যা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

৩। কক্ষভিত্তিক প্রশ্নপত্রের প্যাকেট ব্যবহার এবং ছবিযুক্ত হাজিরাশীট ব্যবহারের মাধ্যমে বিশাল এ নিয়োগ পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন ঃ

প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন পদে ১০.১০ লক্ষ নিযোগপ্রর্থীর পরীক্ষার জন্য পরীক্ষাকেন্দ্রের প্রতি কক্ষের জন্য সিলগালাকৃত প্রশ্নের প্যাকেট তৈরী এবং প্রার্থীদের ছবি সম্বলিত হাজিরাশীট ব্যবহার করে প্রকল্প কার্যালয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় বিশাল নিয়োগ পরীক্ষা সারাদেশব্যাপী অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। পরীক্ষার প্রশ্ন পরীক্ষা শুরুর মাত্র ০২(দুই) মিনিট পূর্বে পরীক্ষাকক্ষে সিলগালাকৃত খাম উন্মুক্ত করা হয়েছে। যা বিভিন্ন মিডিয়ার ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে। প্রশ্নফাঁসের মত অপ্রীতিকর ঘটনা অত্যন্ত সফলতার সাথে মোকাবেলা করা গেছে। ছবিযুক্ত হাজিরাশীট ব্যবহারের ফলে ভূয়া পরীক্ষার্থী/প্রক্সি পরীক্ষা দেয়ার প্রবণতা রোধ করা সম্ভব হয়েছে।

৪। ক্ষুদ্র ঋণের পরিবর্তে "ক্ষুদ্র সঞ্চয় মডেল' প্রতিষ্ঠা ঃ

প্রকল্পের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নপ্রসূত "ক্ষুদ্র সঞ্চয় মডেল' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে- যা দারিদ্র বিমোচনে একটি অন্যতম টেকসই উদ্যোগ। উচ্চ সুদের ক্ষুদ্র ঋণ দরিদ্র মানুষদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পরিবর্তে পরমুখাপেক্ষী করে তোলে। ক্ষুদ্র ঋণের কঠিন চক্রে দিশেহারা হয়ে তারা আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। দরিদ্র মানুষদের ক্ষুদ্র ঋণের জাল হতে পরিত্রাণের জন্য "ক্ষুদ্র সঞ্চয় মডেল' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের বিপরীতে তাঁদের জন্য স্থায়ী তহবিল গড়ে দেয়া হচ্ছে। এ তহবিল ব্যবহারের মাধ্যমে দরিদ্র জণগণ আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত হয়ে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং নিজেদের দারিদ্র বিমোচন করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রবর্তিত এ ক্ষুদ্র সঞ্চয় মডেলের কারণে দরিদ্র মানুষের মধ্যে সঞ্চয় প্রবণতা তৈরী হচ্ছে। দরিদ্র মানুষ তাদের দৈনন্দিন কষ্টার্জিত উপার্জন হতে সামান্য কিছু অর্থ হলেও সঞ্চয় করতে উৎসাহ পাচ্ছেন। এ সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধির কারণে দেশজ সঞ্চয় দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ৩৮ লক্ষ দরিদ্র মানুষ এ পর্যন্ত সঞ্চয় করেছেন ১৪৬৪ কোটি টাকা।

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের উত্তমচর্চাসমূহ ঃ

১। অনলাইন আর্থিক ব্যবস্থাপনাঃ

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের সারাদেশে ব্যাপী বিস্তৃত গ্রাম সমিতির লক্ষ লক্ষ সদস্যদের দৈনন্দিন সঞ্চয় জমা, প্রকল্প হতে সমিতির ব্যক্তি সঞ্চয়ের বিপরীতে সমপরিমাণ অর্থ বোনাস হিসেবে প্রদান, সমিতিকে বার্ষিক অনুদান প্রদান, ঋণের আবেদন নিষ্পত্তি ও ঋণ মঞ্জুর, ঋণের অর্থ বিতরণ,ঋণের কিস্তি আদায় সংক্রান্ত সমুদয় আর্থিক ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের নিজস্ব অনলাইন ব্যাংকিং ও ডাটাবেসে সফটওয়ারের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। ৮০১০.২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পেই দেশের মধ্যে সর্বপ্রথম সকল আর্থিক লেনদেন অনলাইনে সকলের নিকট দৃশ্যমান করা হয়েছে। যে কোন ব্যক্তি এ প্রকল্পের সকল আর্থিক লেনদেন অনলাইনে দেখতে পারেন। এর দ্বারা সরকারী ব্যয়ে সচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

২। অনলাইন অফিস ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণ কমানো ঃ

প্রকল্পের আওতায় দৈনিক লক্ষ লক্ষ আর্থিক লেনদেন অনলাইন সফটওয়ারের মাধ্যমে সম্পন্ন হওয়ায় বিপুল পরিমাণ কাগজ ব্যবহার পরিহার করা সম্ভব হচ্ছে। এ যাবত ১১.১৪ কোটি বার আর্থিক লেনদেন প্রকল্পের সফটওয়ার ব্যবহারের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে।এতে বিপুল পরিমাণ কাগজ সাশ্রয়োর মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণ কমানোয় প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখা গেছে।এ ছাড়া প্রকল্পের ৪৯০টি উপজেলা কার্যালয় ও ৬৪টি জেলা কার্যালয়ের সাথে সকল যোগাগের ক্ষেত্রে এস এম এস ও ই-মেইল এর ব্যবহার করা হচ্ছে। পাশাপাশি সকল চিঠিপত্র প্রকল্পের ওয়েবসাইট ব্যবহার করে বিতরণ করা হচ্ছে। ফলে প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ কাগজ সাশ্রয় হচ্ছে। পরিবেশ রক্ষায় যা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

৩। কক্ষভিত্তিক প্রশ্নপত্রের প্যাকেট ব্যবহার এবং ছবিযুক্ত হাজিরাশীট ব্যবহারের মাধ্যমে বিশাল এ নিয়োগ পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন ঃ

প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন পদে ১০.১০ লক্ষ নিযোগপ্রর্থীর পরীক্ষার জন্য পরীক্ষাকেন্দ্রের প্রতি কক্ষের জন্য সিলগালাকৃত প্রশ্নের প্যাকেট তৈরী এবং প্রার্থীদের ছবি সম্বলিত হাজিরাশীট ব্যবহার করে প্রকল্প কার্যালয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় বিশাল নিয়োগ পরীক্ষা সারাদেশব্যাপী অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। পরীক্ষার প্রশ্ন পরীক্ষা শুরুর মাত্র ০২(দুই) মিনিট পূর্বে পরীক্ষাকক্ষে সিলগালাকৃত খাম উন্মুক্ত করা হয়েছে। যা বিভিন্ন মিডিয়ার ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে। প্রশ্নফাঁসের মত অপ্রীতিকর ঘটনা অত্যন্ত সফলতার সাথে মোকাবেলা করা গেছে। ছবিযুক্ত হাজিরাশীট ব্যবহারের ফলে ভূয়া পরীক্ষার্থী/প্রক্সি পরীক্ষা দেয়ার প্রবণতা রোধ করা সম্ভব হয়েছে।

৪। ক্ষুদ্র ঋণের পরিবর্তে "ক্ষুদ্র সঞ্চয় মডেল' প্রতিষ্ঠা ঃ

প্রকল্পের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নপ্রসূত "ক্ষুদ্র সঞ্চয় মডেল' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে- যা দারিদ্র বিমোচনে একটি অন্যতম টেকসই উদ্যোগ। উচ্চ সুদের ক্ষুদ্র ঋণ দরিদ্র মানুষদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পরিবর্তে পরমুখাপেক্ষী করে তোলে। ক্ষুদ্র ঋণের কঠিন চক্রে দিশেহারা হয়ে তারা আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। দরিদ্র মানুষদের ক্ষুদ্র ঋণের জাল হতে পরিত্রাণের জন্য "ক্ষুদ্র সঞ্চয় মডেল' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের বিপরীতে তাঁদের জন্য স্থায়ী তহবিল গড়ে দেয়া হচ্ছে। এ তহবিল ব্যবহারের মাধ্যমে দরিদ্র জণগণ আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত হয়ে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং নিজেদের দারিদ্র বিমোচন করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রবর্তিত এ ক্ষুদ্র সঞ্চয় মডেলের কারণে দরিদ্র মানুষের মধ্যে সঞ্চয় প্রবণতা তৈরী হচ্ছে। দরিদ্র মানুষ তাদের দৈনন্দিন কষ্টার্জিত উপার্জন হতে সামান্য কিছু অর্থ হলেও সঞ্চয় করতে উৎসাহ পাচ্ছেন। এ সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধির কারণে দেশজ সঞ্চয় দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ৩৮ লক্ষ দরিদ্র মানুষ এ পর্যন্ত সঞ্চয় করেছেন ১৪৬৪ কোটি টাকা।